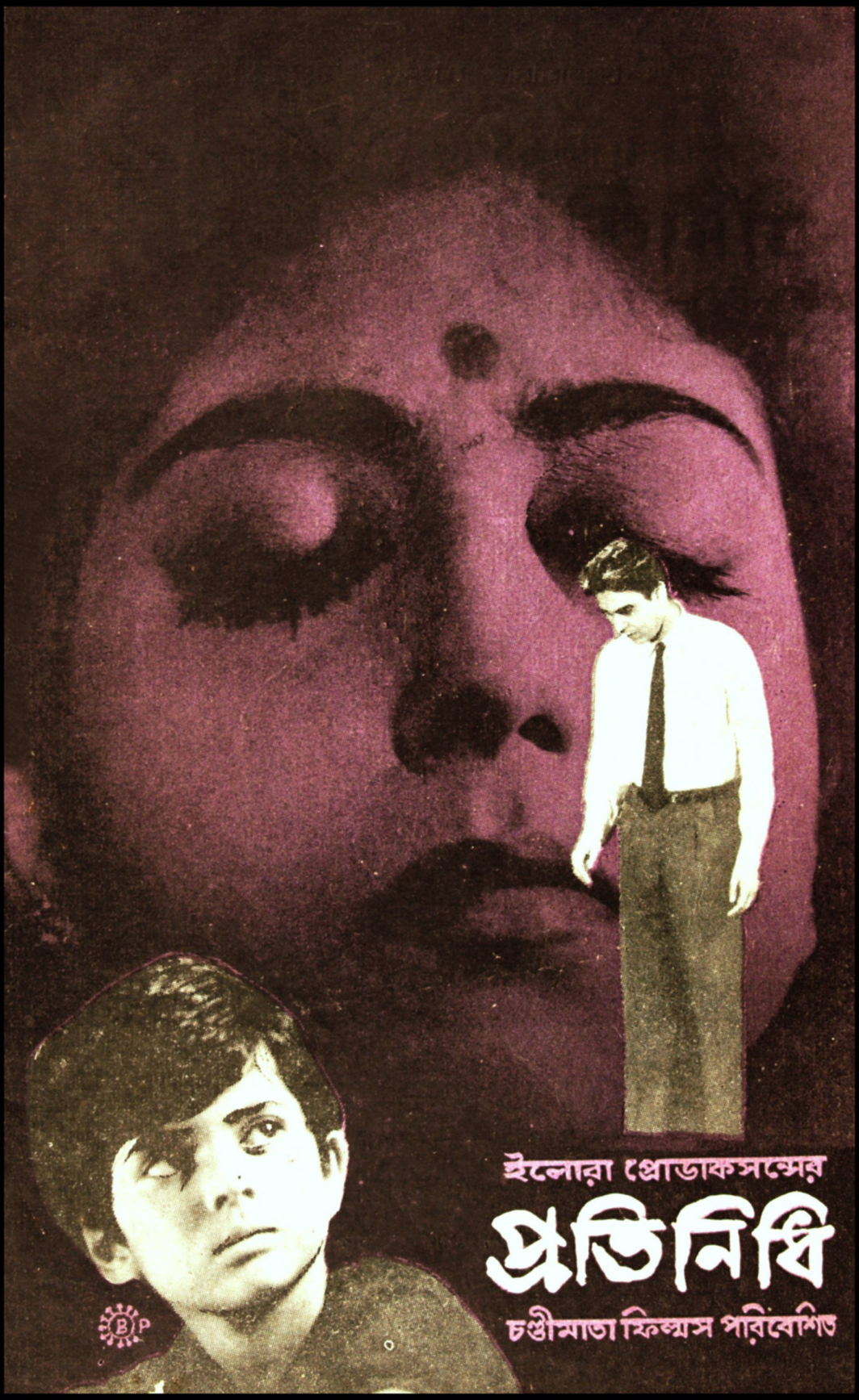
ইলোরা প্রোডাকসন্সের
প্রতিনিধি
চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত

মনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় ইলোরা প্রোডাকসন্সের

প্রতিনিধি

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : মৃণাল সেন • কাহিনী : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত • সঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় • চিত্রগ্রহণ : শৈলজা চট্টোপাধ্যায় • শব্দগ্রহণ : সোমেন চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামসুন্দর ঘোষ • শিল্পনির্দেশনা : বংশী চন্দ্র গুপ্ত • সম্পাদনা : গঙ্গাধর নস্কর • নেপথ্য-সঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও বেলা মুখোপাধ্যায় • রূপসজ্জা : শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায় • কর্মাধ্যক্ষ : শৈলেন ঘোষ।

অভিনয়ে

সৌমিত্র চ্যাটার্জী • সাবিত্রী চ্যাটার্জী • প্রসেনজিৎ সরকার • অনুপকুমার • সত্য ব্যানার্জী • জহর রায় • বাণী গাঙ্গুলী • কেকা মিশ্র • সন্তোষ ঘোষাল • রাজলক্ষ্মী দেবী • আশা দেবী • আরতি দাস • কালী চক্রবর্ত্তী • দেবকুমার নন্দী • দেবেন ভট্টাচার্য্য।

সহকারীগণ

পরিচালনা : ইন্দর সেন • আশীষ সেন • বিনয় রায় • চিত্রগ্রহণ : জয় মিত্র • সুখেন্দু দাসগুপ্ত • নরেন মজুমদার • শব্দগ্রহণ : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় • বাবাজি শ্যামল • অনিল দাসগুপ্ত • ভোলা সরকার • এডেল • বলরাম বারুই • সঙ্গীত : সমরেশ রায় • নির্মল চট্টোপাধ্যায় • শিল্প নির্দেশনা : সুরথ মণ্ডল • সম্পাদনা : বাসুদেব বন্দোপাধ্যায় • রূপসজ্জা : গৌর দাস।

অন্যান্য বিভাগীয় কর্ম্মী

ব্যবস্থপনা : অসীম চট্টোপাধ্যায় • রাসায়নাগারিক : আর, বি, মেহতা • অবনী রায় • তারাপদ চৌধুরী • মোহন চট্টোপাধ্যায় • আলোক-নিয়ন্ত্রণে : প্রভাস চট্টোপাধ্যায় • তারাপদ মান্না • ভবরঞ্জন দাস • অনিল পাল • রামদাস • রামবিলাস • সুভাষ ঘোষ • ব্যবস্থাপনা : শিবাজী দাস • ছেদী লাল শর্মা • চিরঞ্জীব শর্মা • অতুল দে • শঙ্কর দাস • গোকুল •

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

এইচ্ মুখার্জি এণ্ড ব্যানার্জি সার্জিক্যাল প্রাঃ লিঃ • অমৃতলাল ওঝা এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ • ডি, ভি, সি (মাইথন) এ, কে, মুখার্জ্জী • বসুশ্রী সিনেমা • ছায়ালোক প্রাঃ লিঃ • মলয় বন্দোপাধ্যায় • ডাঃ হৈমীপ্রসাদ বসু • অধ্যাপক বসাক • সুব্রত নন্দী মজুমদার।

রবীন্দ্র সঙ্গীত

'অশ্রু নদীর সুদূর পারে'———'মনে হোলো যেন পেরিয়ে এলেম'

টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে অন্তর্দৃশ্য গৃহীত ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীজে পরিস্ফুটিত

প্রচার-পরিকল্পনা : ফণীন্দ্র পাল • প্রচার-শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি

চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ (প্রাইভেট) লিঃ কর্ত্তৃক পরিবেশিত

বোস প্রেস, ৩০, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা-৯

কাহিনী

দুঃস্বপ্নের মত কাটছে রমার দিনগুলো। বিরাট এক সংশয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে সে। কি করবে সে? ভাবে আকাশ-পাতাল। কোন কুল-কিনারা পায় না।

একবার ভাবে, চিঠিতে নয়, মুখেই বলবে সব কথা। আবার ভাবে মুখে হয়তো বলা হবে না সব, যা জানাবার চিঠিতেই জানাবে। কিন্তু বলা হয় নি আজও—চিঠিতে বা মুখে, কিছুতেই না না।

কিন্তু এ পাপ, এ অন্যায়! এমনি করে অপ্রতিরোধ্য ঘটনার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া—এ হতে পারে না! না!

এবং শেষ পর্য্যন্ত রমা সব জানায় নীরেনকে। তার অতীত, তার ইতিহাস, তার কলকাতার সব কিছু। নীরেন শোনে। হতবাক নীরেন।

শোনে, রমা বিধবা, রমা মা!

তবু নীরেন মেনে নেয় রমাকে। ওর সব কিছু। নতুন এক সংসারের প্রতিশ্রুতি পায় রমা। গিরিডির মেয়ে—স্কুলের চাকরি ছেড়ে কলকাতার পথে পা বাড়ায়।…

কলকাতায় এক বড় চাকরী করে নীরেন। সভ্য, সৎ শিক্ষিত। এবং অসম্ভব বেপরোয়া। গাড়ি চালায় পাগলের মত, ছুটি-ছাটা পেলেই তল্পি-তল্পা গুটিয়ে বেরিয়ে পড়ে গাড়ি নিয়ে, পুরনো রেকর্ড ভাঙার মতলবে ছোটে দারুণ বেগে—গন্তব্যপথে। কলকাতা থেকে অনেক দূরে—যেখানে ভালো শিকার মেলে—জঙ্গলে, পাহাড়ে বা নদীর পারে। যেন একটা ঝড় এই নীরেন। একটা ভাঙচুর করতে পারলে তবে যেন এর শান্তি!

এবং হয়তো নীরেনের চরিত্রের এই দিকটাই রমার সব চাইতে ভালো লেগেছিল, হয়তো এইজন্যেই সাংসারিক খুঁটিনাটির কথা খুঁটিয়ে না ভেবেই রমাকেও মেনে নিতে পেরেছিল নীরেন।

পাঁচ বছর আগে বিয়ের ছ'মাস যেতে না যেতে স্বামী মারা যায়। রমা তখন অন্তসত্বা। ছেলে হল স্বামীর মৃত্যুর বেশ কিছু পরে।

রমা চাইল সে লেখাপড়া শিখবে, চাকরী করবে, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ছেলে মানুষ করবে। শ্বশুর পুরনোপন্থী। তাঁর মতে মেয়েরা থাকবে রান্নাঘরে। ছেলে মানুষ করার দায়িত্ব তাদের না। অতএব—

রমা শ্বশুরের কথা মেনে নিতে পারে নি

লেখাপড়া শিখেছে, চাকরি নিয়েছে, কিন্তু ছেলের ক্ষেত্রে শ্বশুরের জুলুমই বজায় থেকে গেছে। এতদিন ছেলে অনাদরে বড় হচ্ছে এ বাড়িতেই। ছুটি-ছাটায় রমা এসেছে এ-বাড়িতে, কিন্তু ছেলেকে আপন করতে পারে নি কোনদিনই। আপন করতে দেয় নি শ্বশুর, বাড়ির কেউ—এক অতীন ছাড়া। রমার সমবয়সী দেওর অতীন। সংসারে যার প্রতিপত্তি তেমন কিছুই নেই।

ছেলে অর্থাৎ টুটুলের বয়স যখন পাঁচ বছর, রমার জীবনে তখন নীরেনের আবির্ভাব। গিরিডির চাকরী ছেড়ে নতুন সংসার পেতেছে রমা কলকাতায়।

কলকাতায় প্রাচুর্য রয়েছে, রয়েছে নীরেনের অকৃপণ ভালোবাসা, কিন্তু রমার ভেতরটা তবু যেন বড় ফাঁকা লাগে। বড় একা। নীরেন বোঝে, ছেলেকে দাবি করতে পীড়াপীড়ি করে রমাকে। রমা ভয় পায়, কি জানি, যদি কোন অকল্যাণ হয় ছেলের! প্রচণ্ড অপরাধ বোধ যেন কুরে কুরে খেয়ে ফেলে রমাকে—প্রতিটি মুহূর্তে। শান্তি ও প্রাচুর্যের পরিবেশে থেকেও যেন পুরোপুরো শান্তি নেই এদের জীবনে—রমা বা নীরেন, কারুরই।

নীরেন বোঝে, রমাকে সে তেমন করে পায় নি। রমাও নীরেনের মনের কথা বোঝে। একটা অস্বস্তিকর চাপ এসে পড়ে এদের দাম্পত্য জীবনে।

একদিন এক নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে রমা ছেলেকে নিয়ে আসে এ-বাড়িতে। স্কুল থেকে। চুরি করে। এভাবে না বলে নিয়ে আসাটা নীরেনের মনঃপুত হয় না, কিন্তু আনাই যখন হয়েছে, তখন ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। খবর পাঠিয়ে দেয়, ছেলে রমার, ছেলে আজ থেকে এখানেই থাকবে।

রমা শাড়ি পরে খানিকটা বিধবার মত, অর্থাৎ যে শাড়িতে টুটুল দেখতে অভ্যস্ত এতকাল। রঙীন শাড়ি পরতে ভরসা পায় না রমা। কিন্তু নীরেনের কাছে খানিকটা অপরাধীও মনে হয় নিজেকে—এই জন্যেই। নীরেন অবশ্য কিছু বলে না রমাকে, যদিও মনের খিঁচটা ঠিকই আন্দাজ করে রমা।

অস্বস্তি দিন দিন বেড়েই চলে রমার। টুটুল জিজ্ঞেস করে, মা, লোকটা কে? কি বলবে রমা? পাড়ার মহিলারা কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করেন, ক'টি? সঙ্গে সঙ্গে আর কেউ হয়তো হুমড়ি খেয়ে পড়ে, কি ক'টি ক'টি করছিস? এইতো সবে বিয়ে হল। ঝাড়া হাত-পা।

কি বলবে রমা?

অথবা পাড়ার কারো কথায় টুটুলের মনে প্রশ্ন জাগে, সে চ্যাটার্জী, কিন্তু মা রায় কেন?

কি বলবে রমা?

পরিবেশ পালটাতে বাধ্য হয় নীরেন। টালীগঞ্জ ছেড়ে মধ্য-কলকাতার সাহেবপাড়ায় উঠে যায় ওরা—নীরেন, রমা ও টুটুল। নাক-গলানো লোকগুলোর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে চায় ওরা।

তবু শান্তি নেই এদের জীবনে।

একদিন রাত্রে, ঝড় জলের রাত সেদিন, টুটুল ঘুমিয়ে পড়লে রমা চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে সাজে, তারপর চোরের মত পা টিপে টিপে ঢোকে নীরেনের ঘরে—যেন অভিসারে চলেছে রমা।

নীরেনের সমস্ত পৌরুষ প্রচণ্ড ধাক্কা খায়, আহত সিংহের মত ফেটে পড়ে, বলে—তুমি কি ঋণ শোধ করতে এসেছ?

রমার চোখে জল।

তারপর···এক অধৈর্য মুহূর্তে নীরেন সমস্ত আবেগ দিয়ে আলিঙ্গন করে রমাকে। রমা ফুঁপিয়ে কাঁদে।

হঠাৎ চিৎকার, মা!

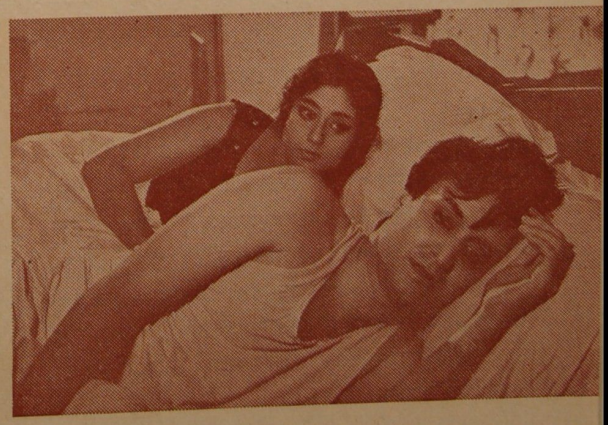

ছিটকে পড়ে দুজন দুদিকে—রমাও নীরেন। টুটুল সব দেখতে পেয়েছে। বাইরে তখন ঝড়ের তাণ্ডব। বুক-ফাটা কান্নায় ভেঙে পরে রমা। সেদিন থেকে

টুটুলের চোখে নীরেন শত্রু, সে তার মাকে যেন ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে তার কাছ থেকে। দিনের পর দিন টুটুলের অবাধ্যতা বেড়েই চলে। রমা শাসন করে দিন-রাত। আর নীরেন নিজের বাড়িতেও পরবাসীর মত দিন কাটায়।

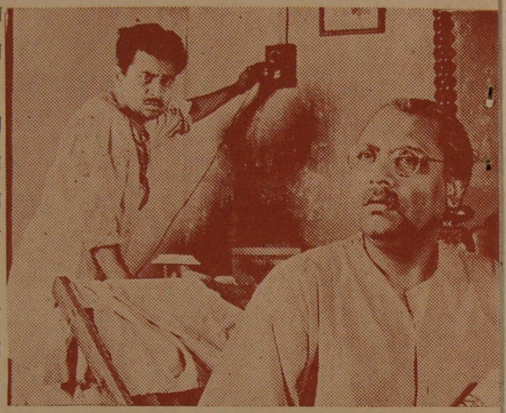

সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় সবারই—নীরেন, রমা, টুটুল। তারপর এক অসহ্য মুহূর্তে টুটুল পালিয়ে যায় বাড়ি থেকে।

থানায় টুটুলের খবর মেলে। নীরেনের মুখের ওপর টুটুল ছুঁড়ে মারে একটা নিষ্ঠুর সত্য, ও কি আমার বাবা!

নীরেনেরও সহ্যের বাঁধ ভেঙে যায় এবার। ভয় দেখায় টুটুলকে, বন্দুক দেখেছ? যারা দুষ্টুমি করে, কি করা হয় তাদের জানো?

এ ভয় রমাও টুটুলকে কয়েকবার দেখিয়েছে, টুটুল ভয় পায় নি। আজ কিন্তু টুটুল বেশ ঘাবড়ে যায়। রমাও।

সেদিন রাত্রে—আবার এক ঝড়জলের রাত—টুটুল চুপি চুপি আলমারি থেকে নীরেনের বন্দুক বার করে ছাদে উঠে যায় ঝড় মাথায় করে। নীরেন তাকে অনুসরণ করে।

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড়ের রাত। রমার ঘুম ভেঙে যায়, দেখে টুটুল নেই পাশে। বন্দুকের আলমারী খোলা। নীরেনও বিছানায় নেই। ভেতরটা চিৎকার করে ওঠে রমার। টুটুল! বাইরে ছাদে। টুটুল বন্দুকটা ফেলতে যাবে ঠিক এমনি সময়ে নীরেন হাত থেকে টেনে নেয় সেটা। ভয় পেয়ে টুটুল তাকায় নীরেনের দিকে। নীরেনের হাতে বন্দুক।

রমা ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে ছাদে। চিৎকার করে উঠে রমা! না!

রমা জড়িয়ে ধরে টুটুলকে। চারিদিকে ঝড়ের ভাঙচুর। নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় নীরেন।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এক বিরাট ধ্বসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে এতদিনে।

এবং শেষ পর্য্যন্ত একদিন নীরেন ফেটে পড়ে বোমার মত। বলে, 'আজ সব কিছুর জন্যে দায়ী তুমি। তোমার ভয়, তোমার লজ্জা, তোমার এই চোরের মত পালিয়ে পালিয়ে ফেরা। যা সহজ, যা স্বাভাবিক তা তুমি হও নি, শুধু আপোষ করেই চলেছ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে। মিথ্যের ওপর মিথ্যে সাজিয়েছ, অভিনয় করেছ। ঠকিয়েছ নিজেকে, আমাকে, আর ঠকিয়েছ একটা বাচ্চা ছেলেকে।

অশ্রুনদীর সুদূর পারে ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে॥
নিজের হাতে নিজে বাঁধা ঘরে আধা বাইরে আধা—
এবার ভাসাই সন্ধ্যাহাওয়ায় আপনারে॥
কাটল বেলা হাটের দিনে
লোকের কথার বোঝা কিনে।
কথার সে ভার নামা রে মন, নীরব হয়ে শোন্ দেখি শোন্
পারের হাওয়ায় গান বাজে কোন্ বীণার তারে॥

মনে হোলো যেন পেরিয়ে এলেম
অন্তবিহীন পথ
আসিতে তোমার দ্বারে,
মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে।
পথ হতে আমি গাঁথিয়া এনেছি
সিক্ত যূথীর মালা
সকরুণ নিবেদনের গন্ধ ঢালা,
লজ্জা দিও না তারে।
সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে
বনে বনে,
পথ-হারানোর বাজিছে বেদনা
সমীরণে।
দূর হতে আমি দেখেছি তোমার
এ' বাতায়ন তলে
নিভৃতে প্রদীপ জ্বলে,
আমার এ আঁখি উৎসুক পাতি
ঝড়ের অন্ধকারে!

*
* *

31-1-64 1964

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার নিবেদন

শম্ভু মিত্র অমিত মৈত্রের নাটকাবলম্বনে

কাঞ্চনরঙ্গ

পরিচালনা • অমর গাঙ্গুলী

ভূমিকায় • তৃপ্তি মিত্র • অরুণ মুখার্জী • গঙ্গাপদ

লতিকা বসু • সুব্রতা • বিপিন গুপ্ত • শোভেন

ডি-আর-প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন

আলোর পিপাসা

পরিচালনা • তরুণ মজুমদার

সঙ্গীত • হেমন্ত মুখার্জী

ভূমিকায় • সন্ধ্যা রায় • বসন্ত চৌধুরী

পাহাড়ী • অনুপ • ভানু • প্রভৃতি

চণ্ডীমাতা
ফিল্মস
পরিবেশিত
আগামী
ছবি

এস-এস-পিকচার্সের নিবেদন

প্রভাতের রঙ

পরিচালনা • অজয় কর

সঙ্গীত • হেমন্ত মুখার্জী

ভূমিকায় • বিশ্বজিৎ • শর্মিলা

মঞ্জু দে • বিকাশ রায়

রবি ঘোষ • লিলি চক্রবর্ত্তী

মাধবী পিকচার্সের নিবেদন

মোমের আলো

পরিচালনা • সলিল দত্ত

সঙ্গীত • রবীন চ্যাটার্জী

ভূমিকায় • উত্তম • সাবিত্রী • ললিতা চ্যাটার্জী